দর্শনায় এক কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দর্শনা পৌর পিলখানায় পেটে বাছুরসহ গাভী গরু জবাই করায় নাসীর উদ্দিন কসাইকে ভাম্যমান আদালতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা পৌরসভা পিলখানায় একটি গাভীন গরু জবাই করে নাসীর কসাই। এসময় পিলখানা পরিদর্শক মোমিনুল ইসলাম বিষয়টি দেখে পৌরসভার প্রসাশক কে এইচ এম তাসফিকুর রহমান ও পৌর ইঞ্জিনিয়ার সাজেদুল আলম, পৌর কর্মকতা হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে খবর দেয়।

এরপর পৌরসভার প্রসাশক কে এইচ এম তাসফিকুর রহমান কসাই নাসীর উদ্দিনকে থানায় সোর্পদ করার নির্দেশ দেন।

এরপর সকাল ১১টার দিকে দর্শনা থানায় নিবার্হী ম্যাজিট্রেট দায়িত্ব নিয়ে এইচ এম তাসফিকুর রহমান এক ভাম্যমান আদালত বসিয়ে রামনগর ঘুঘুডাঙ্গা পড়ার বড়োর ছেলে বহুল আলোচিত নাসীর উদ্দিন কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এবং ঐ গরুর মাংশ বিনষ্ট করে মাটিতে পুতে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া দর্শনা পৌরসভার পিলখানায় গরু জবাই করতে হলে প্রানী সম্পদ কর্মকতার্র পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা ছাড়া গরু জবাই করা যাবে না বলে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর কসাই নাসীর উদ্দিনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌর প্রশাসক এইচ এম তাসফিকুর রহমান জানান, স্থানীয় বেশ কয়েজন জানান প্রায় প্রায় এ পিলখানায় জবাই করা গরুর বাছুরসহ ফেলে রাখতে দেখা যায়। এছাড়া ঐ মৃতু গরুর বাছুরকে কুকুরে টেনে হেচড়ে খেতে দেখা যায় বলে জানান স্থানীয় লোকজন। স্থানীয় ক্রেতারা জানান কসাই নাসির প্রায় প্রায় এ রকম গরু জবাই করে।এর আগেও কয়েকবার এরকম ঘটনার জন্য জেল খাটতে হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।

হরিণাকুণ্ডুতে ভ্রাম্যমান আদালতে তিন ব্যবসায়ীর জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে গত দুইদিনে এক ভূষিমাল ব্যাবসায়ী ও দুজন ঔষধ বিক্রেতার নিকট থেকে ১০হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তার।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে হরিণাকুণ্ডু বৈঠাপাড়া এলাকায় ঔষুধ বিক্রেতা হাফিজূর রহমানের ছেলে শাহ আলম কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ রাখা, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয় সহ আনুমতি বিহীন বিদেশি ঔষধ রাখা ও বিক্রয়ের অপরাধে “ঔষুধ ও কসমেটিক আইন”২০২৩ সালের ৪০ এর ক,খ ও গ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করছেন।

একই সময়ে তিনি হরিণাকুণ্ডু পৌর এলাকার বন্দে আলীর ছেলে ঔষুধ বিক্রেতা রাশেদুল ইসলাম কে ভ্রাম্যমান আদালতে একই অপরাধে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

এসময় ঝিনাইদহ জেলা ঔষধ পরিদর্শক ইকরামূল করিম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নাজির কাম ক্যাশিয়ার সুদ্বীপ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আগের দিন পার্বতীপূর বাজারে পলিথিন ও পণ্যে প্লাস্টিক মোড়ক ব্যাবহারের অপরাধে মৃত নূর আলীর ছেলে ভূষিমাল ব্যাবসায়ী নজরুল ইসলাম কে ভ্রাম্যমান আদালতে ” পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যাবহার আইন-২০১০ এর ১৪ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন তিনি। এসময় ঝিনাইদহ জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা কে এম আব্দুল বাকী ও সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর নাজির কাম ক্যাশিয়ার সুদ্বীপ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য ভ্রাম্যমান আদালত চলাকালীন সময়ে সকল অপরাধীর কাছ থেকে অপরাধ করবেনা মর্মে মুচলেকা আদায় করেন এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঈষিতা আক্তার।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কাজে হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

কুষ্টিয়ায় ইটভাটা মালিকদের ৬ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে চারটি ইটভাটা মালিককে ছয় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় একটি ইটভাটায় বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের আমকাঠালিয়া ও বলিদাপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের আমকাঠালিয়া এলাকার এমজেবি ব্রিকসের মালিক মাহবুব আলমকে দেড় লাখ টাকা, একেবি ব্রিকসের মালিক এনামুল হক কে দেড় লাখ টাকা, বলিদাপাড়া এলাকার এবি ব্রিকসের মালিক শাহীন আলীকে দেড় লাখ টাকা এবং এমআরবি ব্রিকসের মালিক শরিফুল ইসলাম মুকুলকে দেড় লাখ টাকা করে মোট ছয় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া এলাকার, এএরএম ব্রিকসের ড্রাম চিমনি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট ও (ভারপ্রাপ্ত) উপ-পরিচালক হাবিবুল বাসার জানান, ‘ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ (সংশোধনী ২০১৮) অনুযায়ী ৪ ভাটা মালিককে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করে সতর্ক করা হয়। এছাড়াও ১টি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, জেলায় ১৭০টি ইটভাটা রয়েছে। যার মধ্যে ১৫ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। অবৈধ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান চলমান রাখা হবে।

জীবননগরে ভোক্তার অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে নিম্নমানের নকল ভেজাল শিশুখাদ্য বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ, মুল্যবিহীন পণ্য, ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য বিক্রির অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার। জীবননগর উপজেলার হাসাদহ সড়কের বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভোক্তা অধিকারের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, জীবননগর হাসাদহ সড়কের বিজিবি ক্যাম্পের সামনে মেসার্স নিশান ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানকে পুর্বে সতর্ক করা হয়। নিম্নমানের নকল ভেজাল শিশুখাদ্য বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ, মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য ও বেনামি ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশুখাদ্য, চিপস ও বিভিন্ন খাবারের প্যাকেটে প্লাস্টিকের খেলনাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর শিশুখাদ্য বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া অনুমোদন বিহীনভাবে বিভিন্ন নিম্নমানের শিশুখাদ্য তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মতিয়ার রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪১ ধারায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।।

এসময় অননুমোদিত নিম্নমানের নকল ভেজাল ও ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশুখাদ্য, প্লাস্টিকের খেলনাযুক্ত চিপস, মেয়াদ বিহীন ও বেনামি পণ্যগুলো জব্দ করে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সার্বিক সহযোগিতা করে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামে মোবাইল কোর্টে অবৈধ ভাবে কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করায় উপজেলার চিৎলা গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে চিহ্নিত ভূমিদস্যু আকিরুল ইসলামের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। এ ঘটনায় এলাকাবাসী সাধুবাদ জানান।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এ জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামে কৃষি জমি থেকে অনুমোদন বিহীনভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাটি উত্তোলন করায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ৪ ধারা অনুযায়ী চিৎলা গ্রামের চিহ্নিত ভূমিদস্যু আকিরুল ইসলামকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। এসময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

অভিযান শেষে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে দু’টি সারের ডিলারকে এক লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরে বিসিআইসি ও বিএডিসির দুই সার ডিলারকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি, ক্রেতাদের সার বিক্রির ভাউচার না দেয়া এবং বিক্রির রশিদ ও স্টকের গরমিল থাকায় শহরের উপকন্ঠে বামনপাড়া এলাকার মেসার্স মনিরুল এন্ড ব্রাদার্স নামক বিএডিসি সার ডিলার এবং বড়বাজার এলাকার মেসার্স গিয়াস উদ্দিন এন্ড সন্স নামক বিসিআইসি সারের ডিলার প্রতিষ্ঠানের ডিলারকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালিক সজল আহম্মেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, সার ক্রেতাদের বিক্রির ভাউচার না দেয়া, সার বিক্রির রশিদ ও স্টকের গরমিল পাওয়া এবং সার ক্রয় বিক্রির পাকা রশিদ না রাখা ও প্রদান না করার অপরাধে বিএডিসি সার ডিলার মেসার্স মনিরুল এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মো: মাসুদ পারভেজকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ২০ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি, ক্রেতাদের ভাউচার প্রদান না করা, সার বিক্রির স্টক রেজিস্টার ও ভাউচার যাচাই করে সারের গড়মিল, প্রতি বস্তা ডিএপি সার ১০৫০ টাকার স্থলে ১৭৫০ টাকায় বিক্রি (প্রতি ৭০০ টাকা বেশি দামে) বিক্রির প্রমাণ পাওয়া, টি এস পিসহ অন্যান্য সারও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে ৩০০-৭০০ টাকা বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স গিয়াস উদ্দিন এন্ড সন্স এর মালিক মো: সাঈদ আহম্মেদকে একই আইনের ৪০ ও ৪৫ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র প্রতিনিধি মো: আশিক রাব্বি, মো: তামিম খান এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও কেনা-বেচার ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়

ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর দুটি সার ডিলার প্রতিষ্ঠান মালিককে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করার অভিযোগে ২ টি সার ডিলার প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান অভিযানে।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর কোট সড়ক এবং থানা সড়কে এই অভিযান চালানো হয়।

জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের থানা সড়কে মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স নামক সার কীটনাশক বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক দামে সার বিক্রীর প্রমান পাওয়া যায়। সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকা দামের টিএসপি সার ১৬১০ টাকায় বিক্রি করছিলেন।

এছাড়া সার কেনা-বেচার পাকা রশিদ না রাখা ও ক্রেতাকে রশিদ প্রদান না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: কাশেম আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরে কাশেম আলীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা গেটের সামনে মেসার্স শাহাবুদ্দিন খান এন্ড ব্রাদার্স নামক বিএডিসি সারের ডিলার প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে অভিযোগের সত্যতার প্রমান পাওয়া যায়। সার বিক্রির স্টক রেজিস্টার ও ভাউচার যাচাই করে ১৬ তারিখের ৫৭ বস্তা টিএসপি সারের গড়মিল পাওয়া যায়। ৫৭ বস্তা সার বেশি দামে বিক্রি করা হলেও তাঁর কোন

ভাউচার প্রদান করা হয়নি। কোথায় এবং কার কাছে সার বিক্রি করেছেন তার কোন প্রমাণ রাখেননি। তবে পুর্বে ১৫৮০ টাকা পর্যন্ত টিএসপি সার বিক্রির কথা তিনি স্বীকার করেন।

অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় করে ভাউচার প্রদান না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: শাহাবুদ্দিনকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪০ ও ৪৫ ধারায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ ও মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম।

এসময় শহরের বিভিন্ন দোকানে সরকারি আইন মেনে ব্যবসা করার জন্য লিফলেট, পোষ্টারসহ সচেতন করা হয়। এধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে দিকে মহিলা কলেজ মোড় সড়কে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে অর্ধশতাধিক মামলার মধ্যে ২ টি লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে এবং ১২টি মোটরসাইকেলের চালককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন যানবাহনে কাগজপত্র তল্লাশি করে। অভিযানে প্রায় ১২টি গাড়ির মালিককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মেহেরপুরে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ট্রাফিক অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের

ওয়ারেন্ট অফিসার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীর টিম ও ট্রাফিক পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন। পরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারীর নেতৃতে পুলিশের একটি টিম হেলমেট বিহীন যারা রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিল তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরিধান করে ও বৈধ কাগজপত্র সাথে রেখে মোটরসাইকেল চালানোর জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিকেল ৫টার সময় কলেজ মোড়ে ৪০ টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হেলমেট ও রেজিস্ট্রেশন বিহীন চালকদের ৫৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট এক লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুরে সারের দোকানে ভোক্তার অভিযান, ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বস্তা প্রতি ৪২০ টাকা বেশি দামে টিএসপি সার বিক্রি, কেনা-বেচার ভাউচার না রাখা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ করে বিক্রির অপরাধে তিনটি সার ডিলার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোড ও সদর উপজেলার উজলপুর এলাকায় পৃথক তিনটি দোকানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, সরকার নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা সেখানে বস্তা প্রতি ৪২০ বেশি দামে ১৭৫০ টাকা দরে টিএসপি সার বিক্রির

অভিযোগে মেহেরপুর শহরের কাথুলি সড়কের মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ নামক সার ডিলারের মালিক মো: মামুনুজ্জামানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া এবং ভবিষ্যতের এধরণের কাজ না করার জন্য সতর্ক করা হয়।

এছাড়া উজলপুরে মেসার্স ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ নামক সার ডিলার প্রতিষ্ঠানে সারের বিক্রি ভাউচার প্রদান না করা ও ভাউচারের কার্বন কপি সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: আজাদকে একই আইনের ৪৫ ধারায় ২০ হাজার টাকা ও সার-কীটনাশক বিক্রির প্রতিষ্ঠানে সারের কেনা-বেচার ভাউচার না রাখা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ করে বিক্রি করার অপরাধে মেসার্স মমিন ট্রেডার্সের মালিক মো: চঞ্চলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

এসময় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।